আমাদের সময়
www.dainikamadershomoy.com
১২
শনিবার ২৮ নভেম্বর ২০১৫ ॥ ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪২২
১৫ সফর ১৪৩৭
বর্ষ ১১ সংখ্যা ২৩২

তারিখ ...2 8. NOV .2015...
পৃষ্ঠা ...১২... কলাম.... 2 ......

মসজিদ মাদ্রাসা বাসায় সিসি ক্যামেরা স্থাপনের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

রাজধানীর মসজিদ, মাদ্রাসা ও বাসাবাড়িতে ক্লোজসার্কিট টেলিভিশন (সিসিটিভি) ক্যামেরা স্থাপনের নির্দেশনা জারি করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। বিভিন্ন মসজিদের পরিচালনা কমিটির শীর্ষ ব্যক্তিদের ডেকে নিজ নিজ খরচে দ্রুত এ ক্যামেরা স্থাপন করতে বলেছে ডিএমপি।

এছাড়া মসজিদে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে আসা তাবলিগ জামাতসহ অন্যদের নাম, ঠিকানা ও পেশাসহ বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত লিপিবদ্ধ করে নিয়মিত সরবরাহের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। রাজধানীর একাধিক মসজিদ ও মাদ্রাসা কমিটির শীর্ষ ব্যক্তিরা নাম প্রকাশ না করার শর্তে এসব তথ্য জানান।

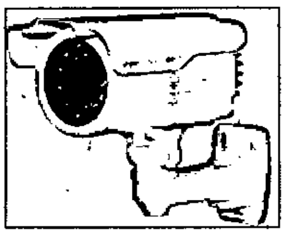

জানা গেছে, মসজিদ-মাদ্রাসায় নজরদারি বৃদ্ধির পাশাপাশি পুলিশ রাজধানীর বিভিন্ন পাড়া-মহল্লার বাসিন্দাদের কাছ থেকে বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করছে। কঠোর নজরদারি ও যে কোনো ধরনের অপরাধ দমনে সতর্কতামূলক ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সূত্র জানায়, আয়তনভেদে ডিএমপির প্রতিটি থানা এলাকাকে নির্দিষ্ট কয়েকটি বিটে (এলাকা) ভাগ করে প্রতিটি বিটের দায়িত্বে ৩ থেকে ৫ সদস্যের এসআই ও এএসআই পদমর্যাদার পুলিশ সদস্যকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ওই পুলিশ সদস্যরা বিটের আওতাধীন বিভিন্ন মসজিদ, মাদ্রাসা ও বাড়ির মালিকদের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য ফরম পৌঁছে দিচ্ছেন। বিভিন্ন জোনের ডিসি পদমর্যাদার পুলিশ কর্মকর্তারা সার্বিক বিষয়টি মনিটর করছেন। জনগণকে এ বিষয়ে সম্পৃক্ত করতে

এরপর পৃষ্ঠা ৬, কলাম ৪

মসজিদ মাদ্রাসা বাসায় সিসি ক্যামেরা

(শেষ পৃষ্ঠার পর) চালানো হচ্ছে প্রচার-প্রচারণা।

রাজধানীর এলিফ্যান্ট রোডের একটি মসজিদ কমিটির সভাপতি পুলিশের এ নির্দেশনাকে ইতিবাচক উল্লেখ করে বলেন, সম্প্রতি দেশের ধর্মীয় উপাসনালয়গুলোয় হামলার ঘটনা ঘটছে। সন্ত্রাসীরা যে কোনো সময় মসজিদেও হামলা চালাতে পারে। এরই মধ্যে বগুড়ায় তা ঘটেছেও। ধারাবাহিক এসব নৃশংস কর্মকাণ্ডে মুসল্লিদের মধ্যে কিছুটা ভয় ও আতঙ্ক বিরাজ করছে। তিনি বলেন, আমরা শিগগির আমাদের মসজিদে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করব।

নিউমার্কেটের আইয়ুব আলী কলোনির এক বাড়ির মালিক জানান, পুলিশ থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি তালিকা করা উচিত। কিছুদিন আগে র‌্যাব তালিকা সংগ্রহের তাগাদা দিলে তারা তালিকা করে জমা দেন। এখন আবার পুলিশ তালিকা চাইছে। তবে অপরাধ দমনে পুলিশের এ উদ্যোগের ফলে অপরাধী শনাক্তকরণ সহজতর হবে।

নিউমার্কেট থানা এলাকার বিট পুলিশিংয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত এসআই আমির সোহেল জানান, অপরাধ দমনে মসজিদ, মাদ্রাসা ও বাসাবাড়ির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের পাশাপাশি সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। প্রথমদিকে অনেকেই তথ্য-উপাত্ত দিতে ভয় পেলেও এর মাধ্যমে সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত সহজ করা সম্ভব হবে বুঝতে পেরে এখন পুলিশকে সহযোগিতা করছে।

পুলিশের এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, পুলিশের একার পক্ষে অপরাধ দমন সম্ভব নয়। তাই জনগণকে সম্পৃক্ত করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এরই মধ্যে কমিউনিটি পুলিশিং ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের সঙ্গে পুলিশের এক ধরনের সেতুবন্ধ তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে বিট পুলিশিং ব্যবস্থার মাধ্যমে নির্দিষ্ট এলাকার বাসাবাড়ির মালিক ও ভাড়াটিয়াদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে। বিট এলাকায় কোনো অপরাধ ঘটলে নির্দিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দায়িত্বে থাকবেন– এই মর্মে আদেশের পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা তথ্য সংগ্রহে তৎপর হয়েছেন বলেও জানান ওই কর্মকর্তা।